মেহেরপুরে ভ্রাম্যমান আদালতে মাদক সেবকের জেল

মেহেরপুরে হেরোইন সেবনের অভিযোগ মোঃ রুবেল হোসেন (২৫) নামের এক মাদক সেবীকে ১৪ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান আজ বুধবার (৫ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর শহরের পেয়াদা পাড়ায় এ মোবাইল কোর্ট বসিয়ে এদন্ড দেন তিনি।

দন্ডিত মোঃ রুবেল হোসেন মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

মোবাইল কোর্ট সূত্র জাননা, মোঃ রুবেল হেরোইন সেবনের কথা স্বীকার করায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ২০১৮ এর ৩৬ (৫)ধারায় ১৪ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এর আগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবন করার সময় রুবেল হোসেনকে আটক করা হয়।
এসময় মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক আবুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ীর এক বছরের জেল

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান পরিচালনা করে ২ এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন বাবুল শেখ নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে এক বছরের জেল ও১০০ টাকা জরিমানা করেন।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য

নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক আকবর হোসেন ও উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিনের নেতৃত্বে সদর উপজেলার দৌলতদিয়ার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান তার বসত ঘর থেকে ২ এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন জব্দ করে তাকে আটক করা হয়।
পরে সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার শামীম ভূঁইয়া ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বাবুল শেখকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডিত বাবুল শেখ দৌলতদিয়াড় দক্ষিণপাড়ার মৃত দাউদ আলী শেখের ছেলে। পরে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদকের ৫ বছর জেল

মারামারি মামলায় গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টুকে (৩৫) ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুর চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

দন্ডিত জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টু গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে এবং উপজেলা জাতীয় পার্টির (এরশাদ গ্রুপ) এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জানা গেছে, গাংনীর চেংগাড়া গ্রামের ঈদগাহ কমিটি গঠণ নিয়ে ২০১৪ সালে চেংগাড়া বাজারের উপর প্রতিপক্ষ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল বারীর লোকজনের সাথে সংঘর্ষ হয়। এঘটনায় আব্দুল বারী বাদী হয়ে জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টুকে প্রধান করে ৮ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১৭২/১৪ ইং।

মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। মামলার ৫ জন আসামি জামিনে মুক্ত হলেও মিন্টুসহ তিনজন আসামি জামিন নেননি। পলাতক থাকায় আদালতে এই তিন আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী

পরোয়ানা জারী করে।

মামলায় ৩২৬ ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় প্রধান আসামি মিন্টুকে ৫ বছরের কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ মাসের কারাদন্ড দিয়েছে।

মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন ও রাস্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট সাথি বোস মিরা।

উল্লেখ্য, জান মহাম্মদ ওরফে মিন্টুর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অপহরণ, চুরি, ডাকাতিসহ হাফ ডজন মামলা রয়েছে বলে থানা সূত্র জানিয়েছে।

গাংনীতে মাদক সেবীর জেল জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে আনারুল ইসলাম(৫০) নামের এক মাদক সেবীর ১৫ দিনের কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

দন্ডিত আনারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার মটমুড়া স্কুল পাড়ার জয়েদ আলীর ছেলে। আজ মঙ্গলবার সকালে অভিযান চালিয়ে তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৭০ গ্রাম গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরঞ্জামাদি। পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ওই মাদক সেবীকে দন্ড প্রদান করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

আদলত সুত্রে জানায়, মাদক দব্য নিয়ন্ত্রণ আইন তাকে জেল ও জরিমানা কার হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হোসেন, উপপরিদর্শক মোহাম্মদ খসরু আল মাসুমসহ মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের

একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে রোগীর পেটে কাঁচি রাখার দায়ে ডাক্তার জেল হাজতে

বাচেনা খাতুন নামের এক রোগির পেটে (সিজারিয়ান) কাঁচি রাখার অভিযোগে আনীত মামলায় মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকের স্বত্ত্বাধিকারী ডাক্তার পারভিয়াস হোসেন রাজার জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ রোববার(২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মোঃ তারিক হাসান ডাক্তার রাজার জামিন না মঞ্জুর করেন।

জানা গেছে, ২০০২ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার নওদা হাপানিয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুল হামিদের স্ত্রী গৃহবধু বাচেনা খাতুন পিত্তথলির অপারেশন করেন গাংনীর রাজা ক্লিনিকে। বাচেনা খাতুনের অপারেশন করেন চিকিৎসক মিজানুর রহমান। তার সহকারী হিসেবে ছিলেন ডাক্তার পারভিয়াস হোসেন রাজা ও অ্যানেস্থেসিয়া করেন ডা. তাপস কুমার।

অপারেশনের এক সপ্তাহ পর বাচেনা খাতুনকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে ক্লিনিক থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু পেটে ব্যথা ভাল না হওয়া ২০ বছর যাবত পেটের যন্ত্রনা নিয়ে ঘুরেছেন বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা নিতে বিক্রি করেছেন ভিটেমাটিও সহায় সম্বল।

অবশেষে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক্স-রে করানোর সময় তার পেটে সন্ধান পাওয়া যায় অপারেশনকালে ডাক্তারের রেখে দেওয়া(সিজারিয়ান) কাঁচির। বিষয়টি জানা জানি হলে ডা. রাজা বাচেনাকে চুয়াডাঙ্গা সরকারী হাসপাতালে অপারেশন করান। বের করা হয় ২০ বছর আগের রেখে যাওয়া কাঁচি।

মেহেরপুর আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তারিক হাসান স্বপ্রনোদিত হয়ে একটি মামলা করেন ও মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) অপু সারোয়ারকে ঘটনা তদন্ত করার নির্দেশ দেন। সেই সাথে ঘটনা তদন্তে সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকীকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বলা হয়।

অপরদিকে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ঘটনা তদন্তে গত ৫ জানুযারী গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো: আশরাফুজ্জামান লিটনকে প্রধান ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট সার্জারী মো: ফজলুর রহমান, মেহেরপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের চিকিৎসক ফয়সাল হারুনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি চিকিৎসক মিজানুর রহমানকে প্রধান আসামী করে প্রতিবেদন জমা দেন। অন্যান্য আসামীরা হচ্ছেন- অ্যানেস্থেসিয়া ডা. তাপস কুমার ও ডা. পারভিয়াস হোসেন রাজা।

আজ রোববার দুপুরে অভিযুক্তরা আদালতে জামিন নিতে গেলে আদালত ডা, মিজানুর রহমান ও ডা, তাপস কুমারকে জামিন প্রদান করলেও ডা, রাজার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখঃ ভৃক্তভোগী বাচেনাকে নিয়ে বিভিন্ন গত ৩ জানুয়ারী ২০২২ ইং তারিখে সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং ৫ জানুয়ারী আদালত স্বপ্রনোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেন। মামলায় তিন জনকে আসামী করা হয়েছিল।

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের এক মাসের কারাদন্ড

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে আলামিন হোসেন ওরফে (২০) কে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

দন্ডিত আলামিন হোসেন গাংনী পৌরসভা এলাকার চৌগাছি ডিগ্রী কলেজপড়া এলাকার সিনারিল ইসলামের ছেলে।

এর আগে গাংনী থানার এসআই আতিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ক্যাম্পাসে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনকালিন সময় তাকে আটক করেন পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মৌসুমী খানম বলেন, ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনে ৩৬ (১) এর ন্বারণী এর ২১ ধারা, মোতাবেক আলামিন ১ মাসের কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দন্ডিত জনিকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের দায়ে যুবকের জেল

আলমডাঙ্গার গড়গড়ি গ্রামে গাঁজা সেবনের দায়ে এক যুবককে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে গড়গড়ি গ্রামে উপস্থিত হয়ে এ আদেশ প্রদান করেন।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়গড়ি গ্রামের আজিজুদ্দিনের ছেলে মাসুদ রানা। সে দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকদ্রব্য গাঁজা সেবনের পাশাপাশি বিক্রয় করে আসছিলো।

সোমবার বেলা ১২ টার দিকে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ মাদকদ্রব্য অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় গড়গড়ি গ্রাম থেকে মাসুদ রানাকে ২৫ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করে পুলিশ। পরে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ উপস্থিত হয়ে মাসুদ রানাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে পরোয়ানাভূক্ত ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামী গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও সিআর মামলায় ১ জন আসামী রয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক ইউনিট শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (১৭ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত সদর ◌্উপজেলার পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে।
এসময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন গ্রেফতারকৃত আসামীদের আজ রবিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছ।

গাংনীর সেই মাদক ব্যবসায়ীর ১০ বছর কারাদন্ড

মেহেরপুরে ঝন্টু আহমেদ (৪০)নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাসের কারাদন্ড দিয়েছেন জেলা দায়রা জজ আদালতের বিচারক।

বুধবার (১ জুন) দুপুরে জেলা দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. ওয়ালিউল ইসলাম এ দন্ডাদেশ দেন।

দন্ডপ্রাপ্ত মাদক ব্যবসায়ী ঝন্টু আহমেদ জেলার গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের জমির উদ্দিনের ছেলে।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কাজীপুর বিওপি ক্যাম্পের একটি টীম ২০১৮ সালে তাকে ফেনসিডিলসহ আটক করে মামলা দিয়ে গাংনী থানায় সোপর্দ করেন।

অপরাধ প্রমানীত না হওয়ায় এই মামলায় অপর চার আসামিকে বেকুসুর খালাস দেওয়া হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালে ১ ডিসেম্বর গাংনী উপজেলার পীরতলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ঝন্টু আহমেদকে আটক করেন। ভারত থেকে ফেনসিডিল নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করছিলেন ঝন্টু আহমেদ।তার কাছ থেকে ৫০৩ বোতল ফেনসিডিল জব্দ হয়।

বিজিবির পক্ষ থেকে আটক ঝন্টুসহ পাঁচ জনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আইনে গাংনী থানায় মামলা দেয়া হয়।

দীর্ঘদিন মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষে বুধবার দুপুরে আসামিদের এ দণ্ড দেন আদালত। এ সময় বাকি চার আসামি দোষী প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন জেলা জজ কোটের পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য্য এবং আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

কুষ্টিয়ায় আলোচিত ট্রিপল হত্যা মামলার ১১ জনের কারাদন্ড

প্রায় সাড়ে ১২ বছর আগের কুষ্টিয়ার একটি আলোচিত ট্রিপল হত্যা মামলায় তিন আসামির আমৃত্যু এবং ৮ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম এই রায় প্রদান করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা সবাই পলাতক থাকায় তাদের অনুপস্থিতিতেই এই রায় ঘোষণা করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এই মামলার ১১ আসামিকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্তরা সবাই নিষিদ্ধ ঘোষিত বিভিন্ন চরমপন্থী বাহিনীর সক্রিয় সদস্য।

মামলার আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পুতলা ডাঙ্গা গ্রামের আসকর আলীর ছেলে ফারুক সদ্দার, সদর উপজেলার পশ্চিম আব্দালপুর গ্রামের ইছাহাক আলী মাস্টারের ছেলে কালু ওরফে কফিল উদ্দিন, পৌরসভার আড়ুয়াপাড়া এলাকার কালো মজনুর ছেলে রোহান।

যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ডু উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের মৃত খোরশেদ মন্ডলের ছেলে ফারুক মন্ডল, ভায়না গ্রামের জবেদ আলীর ছেলে লিয়াকত আলী, কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামের জলিল শেখের ছেলে লিয়াকত শেখ, এছেম শেখের ছেলে মনোয়ার শেখ, আনছার শেখের ছেলে আকামউদ্দিন, ওয়াহেদ আলী জোয়াদ্দারের ছেলে জমিরউদ্দিন, ইবি থানার খোর্দ্দবাখইল গ্রামের আবু বক্করের ছেলে নুরাল ওরফে নুরুল, সদর উপজেলার মাঝপাড়া গ্রামের ওম্মাদ মন্ডলের ছেলে খাকচার মন্ডল।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালের ৯ আগস্ট গভীর রাতে সদর উপজেলার ভবানীপুরের আকবর আলীর ছেলে কাউয়ুমসহ আরও দুজনের মাথা কেটে কুষ্টিয়া শহরের সাদ্দামবাজার মোড়ের গণপূর্ত অফিসের সামনের গেটে ঝুলিয়ে রেখে যায় সন্ত্রাসীরা। পরে পুলিশ এসে ওই তিনজনের কাটা মাথা উদ্ধার করে। এরপর ইবি থানার সোনাইডাঙ্গা গ্রাম থেকে মস্তকবিহীন ওই তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে এবং তাঁদের শনাক্ত করে। এ ঘটনায় নিহত অপর দুজন হলেন, আইউব আলী এবং সামসুজ্জামান।

ওই ঘটনায় নিহত কাইয়ুমের ভাই আব্দুল হাই বাদী হয়ে ১০ আগস্ট কুষ্টিয়া মডেল থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার দীর্ঘ তদন্ত শেষে ২২ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ মঙ্গলবার এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী বলেন, এটি শুধু কুষ্টিয়া জেলা নয়, সারা দেশ ব্যাপী একটি আলোচিত হত্যাকাণ্ড ছিল। টেন্ডারবাজি এবং টেন্ডারের দখল নেওয়া জন্যই মূলত চরমপন্থী

সন্ত্রাসীরা এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে। এই মামলায় তিনজনকে আমৃত্যু এবং ৮ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত। সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা সবাই পলাতক। তবে দীর্ঘদিন পর রায় ঘোষণা হলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে।